রায়হানের অসভ্যতা

রায়হান যে ভাষায় নন্দিনীকে আক্রমন করেছে-সেটা আমাকে মোটেও অবাক করে নি। আমি আগেও লিখেছি-এখনো লিখছি ধর্ম মানুষকে মোটেও নৈতিক হতে শেখায় না বরং অনৈতিক অভদ্র আচরনেই উৎসাহ দেয়-কারন মানুষ ধর্মে তীব্র ভাবে আকৃষ্ট হয় এক গভীর আইডেন্টিটী ক্রাইসিস থেকে। ধর্ম যখন মানুষে মনে সততা এবং সৌন্দর্য্যবোধের জন্ম না দিয়ে, তার ধর্মীয় পরিচয়বোধকে উসকে তোলে এবং তার ভিত্তিতে নিজের ধর্মকে অন্য সবার থেকে সেরা দেখে-সে তখন মানসিক রুগী। রায়হানের সাথে আমার দীর্ঘ বিতর্কে আমি দেখিয়েছি তার মধ্যে নূন্যতম সততা পর্যন্ত নেই-এবং অন্যান্য ধর্মীয় মৌলবাদির মতন সেও মানসিক রুগী।

http://www.vinnomot.com/BiplabPal/New_Folder/Biplab_Raihan.htm
http://biplabpal2000.googlepages.com/home

রায়হান যদি ইসলামকে মহান প্রমান করতে চাই সেটা তর্ক করে পারবে না। ও একটা আলোকিত দিক দেখালে ইসলামের হাজারটা অন্ধকার গলি দেখানো যায়। ইসলামকে মহান করতে হলে মুসলিমদের আচার ব্যাবহারে মহান হতে হবে। বাংলাদেশী মুসলিমরা ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করেছিল সুফীদের মহান ব্যাবহারে আকৃষ্ট হয়ে।১৯শ শতকেও কোরাণ কি-বাংলাভাষী মসুলমানরা জানত না।

উগান্ডার আদিল আমিন কোরান মুকস্থ বলতে পারতেন-আবার আফ্রিকান স্টাইলে শত্রুদের খুনকরে নরমাংস ও খেতেন। আওরংজেব কোরানে এত ই পন্ডিত ছিলেন গোটা ভারতকে ইসলামিক বানাতে গিয়ে লক্ষ লক্ষ হিন্দু খুন করলেন --তার সাথে ভারতে মুসলমান রাজশক্তির অবসান ঘটালেন।

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

কোরান পঠনে কেও নৈতিক হয়-এটার কোন বৈজ্ঞানিক ভিত্তি নেই। পক্ষে, বিপক্ষে অনেক প্রমান দেওয়া যায়।

যেগ্রন্থে ৫০০ ওর বেশী ছত্র অমুসলীমদের বিরুদ্ধে আস্ফালন-আল্লার 'মাফিয়া' সুলভ ক্ষমা প্রদর্শন--সেই গ্রন্থকে আইডেন্টি ক্রাইসিসে ভোগা ছাড়া অন্য কেও মহান ভাবে না । আবার এই কোরানের মধ্যেই সৌন্দর্যয়ের সন্ধান পেয়েছিলেন খলিল জিব্রান এবং জালালুদ্দিন রুমি। এরা প্রকৃত আত্যাত্মিক –জলটা বাদ দিয়ে দুধটা ঠিকই খেয়েছেন। পারলে রুমির মতন হোন-রুমি ইসলাম বলতে বুঝতেন এই সৃষ্টির ঐক্যতান-অনাদি মানুষ।

"আমি ক্রীষ্টান নই, ইহুদি নই, মুসলমান নই
নই পূবের নই পশ্চিমের
না আমার বাস জলে, না স্থলে
আমি না স্বর্গের না মর্ত্যের বাসিন্দা
আমি স্থানহীন কালহীন অতীতহীন অতীতের অস্তিত্ব --"

ধর্মগ্রন্থে ধর্মের কোন অস্তিত্ব নেই-ইসলামের একমাত্র অস্তিত্ব মুসলমানদের আচরনে--

লোকে সেটা দেখেই বুঝবে ইসলাম মহান না অন্ধকার। রায়হানের আচরনে কি ইসলাম প্রকাশ পাচ্ছে তা না বলাই ভালো। কিছুদিন আগে তসলিমা আমাকে বলেছিলেন, সব ধর্মেই ফ্যানাটিক আছে-কিন্তু ইসলামের লেভেলটা আলাদা। কোন মহিলা ইসলামের বিরুদ্ধে কলম ধরেছে মানে তিনি ও একাধিক স্বামীচান -এই জাতীয় লেখা থেকে এটাই বোঝা যায় যৌণ আক্রমনের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে ঘায়েল করার অপপ্রচেষ্টা।

অবাধ যৌন আচরনের জন্য লোকে নাস্তিক হয় এটা কে বলেছে? রায়হান কি জানে গুগুলের তথ্যসূত্র অনুসারে মুসলিম দেশগুলো থেকে সবথেকে বেশী সেক্স সার্চ করে? মুসলিম দেশে প্রতিটি ১০ টা সার্চের ৮ টাই সেক্স নিয়ে সার্চ। এরা সবাই নাস্তিক?

বাংলাদেশের দিকেই তাকান-আলেক্সা অনুযায়ী যৌবণ জ্বালা ওইয়েবসাইটের হিট প্রথম আলোর মতন জনপ্রিয়তম ওরেবসাইটের চেয়ে কয়েকগুন বেশী। যৌবনজ্বালা ওয়েবসাইট –

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com

যা তীব্র যৌনতায় ভরপুর-তা হচ্ছে বাংলাদেশের সর্বাধিক জনপ্রিয় বাংলাসাইট! তাহলে বলুন বাংলাদেশে সবাই নাস্তিক? স্বর্গের হুরিদের জন্য আর অপেক্ষা সইছে না, মর্তে ইন্টারনেটেই হুরীর সন্ধান?

মানুষ তার জৈবধর্ম অনুযায়ী চলে। ধর্মগ্রন্থ পড়ে মানুষ নৈতিকতা শেখে এমন খোয়াব

ছাড়ুন। রায়হান নিজের দিকে তাকালেই বুঝবে হুরীদের লোভে, ইসলামের যোদ্ধা হতে গিয়ে সে এক নির্ভেজাল মিথ্যেবাদিতে পরিনত হয়েছে। কোরান অনুসরন করে তার নিজের নৈতিকতার মান যে নিম্নগামী সেটা সে দেখতে পাচ্ছে? এখানে রায়হানের মিথ্যে আচরনের একটা লিস্ট আমি দিয়েছিলামঃ

http://www.vinnomot.com/BiplabPal/Random_madness7.pdf

মানুষ যেটুকু ধর্মপালন করে বা যেটুকু নৈতিক আচরন করে-সবটাই নিজের

সামাজিক মূল্যটাকে টিকিয়ে রাখতে। সেই সামাজিক মুল্য টেকানোর জন্যে, ছেলেপিলে

মানুষ করার তাগিদেই মানুষ একাধিক এক যৌন সংগী খোঁজে না। এটা ঠেকে শেখা

-ধর্মগ্রন্থ থেকে কেও শেখে না।

যাইহোক মানসিক ভারসাম্যহীন কাওকে এসব বোঝানো মুশকিল।

PDF created with pdfFactory trial version www.pdffactory.com